১০.১ সমরনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

প্রজাতন্ত্র গঠনের পর সান ইয়াৎ-সেন-এর নেতৃত্বাধীন তুংমেং হুই-এর নতুন নামকরণ হয় কুয়োমিনটাং বা জাতীয়তাবাদী দল। নামের পরিবর্তনের সাথে সংগঠনের চরিত্রগত বেশ কিছু পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়েছিল। এটি আর বিপ্লবী সংগঠন রইল না। একদল কালের গোলামের অনুপ্রবেশের ফলে কুয়োমিনটাং একটি সাদামাটা শিথিল সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। ইউয়ান শি কাই-এর ক্ষমতা দখলের পর চীনা সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছিল কুয়োমিনটাং। যদিও কুয়োমিনটাং সদস্যরা মাঝেমধ্যে সমাজসেবামূলক কর্মসূচী, এমনকি, সমাজতন্ত্রের কথাও বলতেন, তাঁরা কখনোই কৃষি সংস্কারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি। কিছুদিনের মধ্যেই এই নতুন দল উদ্দেশ্য ও নীতি বিবর্জিত একদল রাজনীতিবিদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। যদিও সান ইয়াৎ-সেনের উদ্যোগে কুয়োমিনটাং দল গঠিত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও প্রথম থেকেই এই দলের কার্যকলাপে তিনি যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। পুরনো বিপ্লবী চেতনা সদস্যদের মধ্যে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তিনি কুয়োমিনটাং-এর ভেতরেই তুংমেং হুই ক্লাব নামে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন তৈরি করেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই ইউয়ান শি কাই একটি সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যান। কিছুদিনের মধ্যেই ইউয়ান শাসনতন্ত্রের সাংবিধানিক মুখোস উন্মোচিত হয়। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে তিনি যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে প্রয়াসী হন।

ইউয়ান শি কাই ক্ষমতায় আসার কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর প্রথম মন্ত্রীসভা গঠন করেন। পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, যুদ্ধ এবং নৌ-বাহিনী এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিতে তিনি তাঁর একান্ত অনুগত ব্যক্তিদের মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। শিক্ষা, বিচার, কৃষি এবং বনজ সম্পদ—এই অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন দপ্তরগুলিতে তুংমেং হুই-এর সদস্যদের নিযুক্ত করা হয়। বিপ্লবীদের দাবি ছিল হুয়াং শিং-কে যুদ্ধ মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করতে হবে। কিন্তু সেই দাবি উপেক্ষা করে তাঁকে নানকিং-এর রেসিডেন্ট জেনারেল-এর গুরুত্বহীন পদে নিযুক্ত করা হয়। হুয়াং-এর অধীনে যে ৫০,০০০

সৈন্যবাহিনী ছিল তাদের বেতন দিতে ইউয়ান অস্বীকার করেন। ফলে হুয়াং সেই বাহিনী বাতিল করতে বাধ্য হন। চীনের তদানীন্তন অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাং শাও-ই। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশে একটি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তাং-এর এই উদ্দেশ্য ছিল ইউয়ান শি কাই-এর গোপন ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন। তাং-কে অপমানিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইউয়ান নানকিং-এর যাবতীয় সামরিক বাহিনী বাতিল করার নির্দেশ দেন। অস্থায়ী সংবিধানে বলা হয়েছিল যে, এই ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর যৌথ স্বাক্ষর প্রয়োজন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাং-এর কোন স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি। প্রতিবাদে তাং শাও-ই ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুন প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন। তুংমেং হুই-এর সদস্য চারজন মন্ত্রীও পদত্যাগ করেন।

পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন লু চেন-শিয়াং। লু ছিলেন অত্যন্ত অদক্ষ ও অপদার্থ। তাঁর অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে থাকেন চীনের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাও পিং চুন। চাও ছিলেন ইউয়ান শি কাই-এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর ইউয়ানের ইচ্ছায় চাও পিং চুন চীনের নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। চাও-এর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভা অচিরেই রাষ্ট্রপতি ইউয়ান শি কাই-এর ক্রীড়নক মন্ত্রীসভায় পরিণত হয়। তারপর ইউয়ান দুই বিপ্লবী নেতা সান ইয়াৎ-সেন এবং হুয়াং শিং-এর সঙ্গে সমঝোতায় আসেন। ইউয়ান এই দুই বিপ্লবী নেতাকে কথা দেন যে ভূমি সংস্কার, গোটা দেশকে একই করের আওতায় নিয়ে আসা, রেলপথের প্রসার, শিল্পোন্নয়ন, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন। দুই বিপ্লবী নেতা ইউয়ানকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁরা ইউয়ানের প্রকৃত অভিসন্ধি ধরতে পারেননি।

অস্থায়ী সংবিধানে বলা হয়েছিল যে সরকার গঠনের ছয় মাসের মধ্যেই একটি সংসদ নির্বাচিত করা হবে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে অস্থায়ী সরকার সংসদীয় নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মবিধি তৈরি করে। সিদ্ধান্ত হয় যে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হবে। নতুন নির্বাচনী আইন অনুযায়ী ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ইতিমধ্যে তুংমেং হুই জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং নামে পরিচিত হয়েছিল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী কুয়োমিন টাং দল জয়লাভ করে। নিম্নকক্ষে কুয়োমিনটাং দল মোট ৫৯৬টি আসনের মধ্যে ২৬৯টি আসন লাভ করে। উচ্চকক্ষে মোট ২৭৪টি আসনের মধ্যে কুয়োমিনটাং দল পায় ১২৩টি আসন। জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং দলের বিরোধী দলগুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য ছিল ইউনিফিকেশন দল, রিপাবলিকান পার্টি বা প্রজাতান্ত্রিক দল এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বা গণতান্ত্রিক দল। উপরোক্ত তিনটি দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রগ্রেসিভ পার্টি বা প্রগতিশীল দল গঠন করেছিল। এই দল ইউয়ান সরকারের সমর্থক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং দলের নির্বাচনী বিজয়ের প্রধান স্থপতি ছিলেন সুং চিয়াঁও-জেন। সুং সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে চীনকে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সুং তরুণ বয়সে সংসদীয় রাজনীতির পাঠ নিয়েছিলেন জাপানে। সংসদীয় গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক সুং ছিলেন রাষ্ট্রপতি ইউয়ানের স্বৈরাচারী নীতির তীব্র বিরোধী। সুং-এর বিভিন্ন পদক্ষেপ ইউয়ান শি কাইকে ক্রুদ্ধ করেছিল। তিনি প্রথমে বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে এবং উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে সুং-কে বশে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। তখন তিনি এক ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মাত্র ৩১ বছর বয়সে সুং চিয়াও-জেন একদল দুষ্কৃতির হাতে নিহত হন। একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে সুং-এর হত্যাকাণ্ডের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন ইউয়ান শি কাই। ইউয়ানকে এব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী চাও পিং চুন। চাও-এর আশঙ্কা ছিল তাঁকে সু-এর কাছে প্রধানমন্ত্রীর পদ খোয়াতেও হতে পারে।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইউয়ান মারাত্মক কিছু প্রতিকূল শর্ত মেনে নিয়ে এবং জাতীয়তাবাদী স্বার্থ উপেক্ষা করে বিদেশী ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ২৫ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড পুনর্গঠন ঋণ (Reorganisation loan) নেন। সান ইয়াৎ-সেন, হুয়াং শিং সহ জাতীয়তাবাদী নেতারা এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এই বেআইনী ঋণ অনুমোদন না করার জন্য পার্লামেন্টকে আবেদন জানান। কিন্তু সংবিধানের শর্ত লঙ্ঘন করে পার্লামেন্টের অনুমোদন না নিয়েই ইউয়ান এই ঋণ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল এই 'পুনর্গঠন ঋণ' গ্রহণ সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে আসল ও ৫ শতাংশ সুদ সমেত প্রায় ৬৮ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড চীনকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শোধ করতে হবে। এই প্রতিকূল শর্তের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং দল স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল।

বিরোধিতা মোকাবিলা করার জন্য ইউয়ান ভীতি প্রদর্শন এবং পুরস্কার প্রদান দুটি পন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। পার্লামেন্টের যে সমস্ত কুয়োমিনটাং সদস্য দলত্যাগ করে ইউয়ানের পক্ষে যোগ দিলেন তাদের প্রত্যেককে ১০০০ স্টার্লিং পাউন্ড দেওয়া হল। এই উৎকোচের টাকাটা এসেছিল সদ্যপ্রাপ্ত পুনর্গঠন ঋণ থেকে।

আর যারা কুয়োমিনটাং দলে থেকে গেলেন তাঁদের ওপর চলল পুলিশি সন্ত্রাস ও জুলুম। এইভাবে চীনের সংসদীয় বিরোধিতার পথ রুদ্ধ করে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হলেন ইউয়ান।

চীনের উত্তরাঞ্চলে ইউয়ান শি কাই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের প্রভাব তখনও থেকে গিয়েছিল। ইউয়ানের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্ক যখন তিক্ত বিরোধিতায় পর্যবসিত হল, তখনই ইউয়ান কিয়াংসি, কোয়াংটাং এবং আনহুই-এর জাতীয়তাবাদী সামরিক শাসনকর্তাদের বহিষ্কৃত করলেন। ইউয়ান ও তাঁর সমরবাহিনী দক্ষিণ চীন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুলাই কিংয়াসি প্রদেশের সামরিক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। মাসখানেকের মধ্যেই দক্ষিণ চীনের আরও ছটি প্রদেশের শাসনকর্তা তাঁকে অনুসরণ করেন। তারপর এই জাতীয়তাবাদী গভর্নরেরা ইউয়ান শি কাই-এর সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই ঘটনা চীনের ইতিহাসে "দ্বিতীয় বিপ্লব" (Second Revolution) নামে বিখ্যাত। সমসাময়িক বিদেশী পর্যবেক্ষকরা এই ঘটনাকে "ঈর্ষাকাতর ও লোভী রাজনীতিবিদ্‌দের বিদ্রোহ" (a rebellion of jealous and greedy politicians) হিসাবে দেখেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালের চীনা ঐতিহাসিকরা দ্বিতীয় বিপ্লবের ওপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাঞ্চু রাজতন্ত্র উৎখাত হবার পর ইউয়ান শি কাইকে সমর্থন করা বা ইউয়ানের বিরোধিতা করার সঙ্গে জড়িত ছিল গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্রের সংঘাত এবং জাতীয়তাবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদের সংঘাতের তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের সংগ্রামের রাজনৈতিক বিষয়গুলি ছিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট। অথচ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় বিপ্লবের সমর্থনে সেরকম জনমত গড়ে ওঠেনি। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় চীনা বণিকরা ইউয়ান শি কাই-এর ক্ষমতার অপব্যবহারে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। পুনর্গঠন ঋণ তাদের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করেছিল। সুং-এর হত্যাকাণ্ডের পর সাংহাই বাজারে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চীনের বুর্জোয়া শ্রেণী ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থানের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। অথচ তারাই ছিল ১৯১১-এর বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি। ইউয়ানের বিভিন্ন পদক্ষেপ যখন ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলেছিল, তখন বুর্জোয়া শ্রেণী আর

নতুন একটি রাজনৈতিক সংকটে জড়াতে চায়নি। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও শৃঙ্খলা পরোক্ষভাবে ইউয়ান-এর হাত শক্ত করেছিল। বণিকরা কখনোই ইউয়ানকে সমর্থন করেননি। কিন্তু তাঁদের সে মুহূর্তের রাজনীতিবিমুখতা ও দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রতি নির্লিপ্ত আচরণ ইউয়ানকে কার্যত সাহায্য করেছিল। তাছাড়া "দ্বিতীয় বিপ্লব" পরিচালনার সময় সান ইয়াৎ-সেন সহ অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতারা কেউই কৃষি সংস্কার ও কৃষকদের দাবিদাওয়ার বিষয়ে কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। ফলে কৃষকরাও এই অভ্যুত্থান থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল।

ইউয়ানের বাহিনী ও বিপ্লবী বাহিনীর মধ্যে কয়েকমাস ধরে তীব্র সংঘর্ষ চলে। শেষপর্যন্ত ইউয়ান শি কাই কঠোর হাতে বিদ্রোহীদের দমন করেন। "দ্বিতীয় বিপ্লব" ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিদ্রোহ দমন করার পর ইউয়ান শি কাই জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সান ইয়াৎ-সেনকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সান জাপানে পালিয়ে যান। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় সান জাপানে চুংঘুয়া কেমিং টাং (Chunghua Keming Tang) বা "চীনা বিপ্লবী দল" নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করেন। সমরনায়ক ইউয়ান শি কাই-কে ক্ষমতাচ্যুত করাই ছিল এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ দমন করার পর সমরনায়ক ইউয়ান শি কাই ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করে একটি স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম করতে প্রয়াসী হলেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই অক্টোবর পার্লামেন্ট তার রাষ্ট্রপতি পদ নতুন করে অনুমোদন করল। ২৫শে অক্টোবর অস্থায়ী সংবিধান সংশোধিত হল এবং সেই সংশোধন অনুযায়ী ইউয়ান বিভিন্ন মন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের নিয়োগ করার অধিকার পেলেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর কুয়োমিনটাং দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং পার্লামেন্টের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাতিল করা হয়। তখন থেকে ইউয়ান কনসাল্টেটিভ স্টেট কাউন্সিল (Consultative State Council) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে শাসন করতে থাকেন। ১৯১৪-এর মার্চ মাসে প্রাদেশিক আইনসভা (Provincial Assemblies)-গুলি বাতিল করা হয়। ডিসেম্বরে পুনরায় সংবিধান সংশোধন করে বলা হয় রাষ্ট্রপতি তাঁর পদে ১০ বছরের জন্য বহাল থাকবেন এবং তারপর কোন নির্বাচন ছাড়াই একই ব্যক্তির ঐ পদে নবীকরণ হবে। রাষ্ট্রপতি তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে তিন ব্যক্তিকে বেছে নেবেন এবং তাদের মধ্যে নির্বাচন হবে। নির্বাচনে জয়ী ব্যক্তি নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করবেন। এই পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে

ইউয়ান-এর দুটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হল—প্রথমত নিজের আজীবন রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকা এবং দ্বিতীয়ত চীনের রাষ্ট্রপতি পদকে বংশানুক্রমিক করা।

এইভাবে সাংবিধানিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে ইউয়ান শি কাই অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হলেন। তারপরেই ইউয়ানের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হল। তিনি চীনে পুনরায় রাজতন্ত্র ফিরিয়ে এনে চীনা সম্রাট পদ গ্রহণ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। রাজতান্ত্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ ছিল কনফুসীয়বাদের প্রত্যাবর্তন। ইউয়ান "বিশ্বাসের রক্ষক" বা Protector of Faith উপাধি ধারণ করলেন। চীন সম্রাটেরা যে সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠান পালন করতেন সেগুলিও তিনি পালন করতে শুরু করেন। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিক আইনের এক প্রাক্তন অধ্যাপক এফ. জে. গুডনাও (F. J. Goodnow)-কে চীন সরকারের উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হল। গুডনাও চীনে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানালেন। গুডনাও ঘোষণা করলেন—একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) নাগরিক এবং একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনে করেন চীনের বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়াই কাম্য। ইউয়ানের অনুগত কিছু স্তাবক ও চাটুকার চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাবি জানাল যে ইউয়ান যেন সম্রাট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। ইউয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস (National Congress of Reprentatives)-এর অধিবেশন আহ্বান করলেন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২১শে নভেম্বর। রাজতান্ত্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমর্থনে ঐকমত্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। স্থির হল যে, ইউয়ান শি কাই চীনের সম্রাট হিসাবে শাসন পরিচালনা করবেন।

কিন্তু চীনাদের একাংশের প্রতিবাদ রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। মডারেট নেতা লিয়াং চি চাও তাঁর সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ইউয়ান শি কাই-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। একদল জাতীয়তাবাদী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন সাই-ই। প্রতিবাদীদের উদ্যোগে জাতীয় সুরক্ষা বাহিনী (National Protection Army) গড়ে ওঠে। এই বাহিনী ইউয়ানের সমরনায়ক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ৬ই জুন ইউয়ান শি কাই অকস্মাৎ মারা গেলেন। ফলে চীনের আর রাজতন্ত্রের পথে ফিরে যাওয়া হল না। শুরু হল সমরনায়কতন্ত্রের যুগ যার বীজ বপন করে গিয়েছিলেন ইউয়ান শি কাই। ১৯১৬ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত অর্থাৎ চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে কুয়োমিনটাং সরকার গঠনের আগে পর্যন্ত এই সমরনায়কতন্ত্রের যুগ চলেছিল।